পয়দায়েশ

১ দুনিয়া সৃষ্টির বিবরণ

১,২ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করিলেন। দুনিয়ার উপরিভাগ তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নাই, আর তাহার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তাহার উপরে ছিল অন্ধকারে-ঢাকা গভীর পানি। আল্লাহ্‌র রূহ্ সেই পানির উপরে চলাফিরা করিতেছিলেন।

৩ আল্লাহ্ বলিলেন, "আলো হোক," আর তাহাতে আলো হইল।

৪,৫ তিনি দেখিলেন তাহা চমৎকার হইয়াছে। তিনি অন্ধকার হইতে আলোকে আলাদা করিয়া আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত্রি। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর উহাই ছিল প্রথম দিন।

৬ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "পানির মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গার

৭ সৃষ্টি হোক, আর তাহাতে পানি দুই ভাগ হইয়া যাক।" এইভাবে আল্লাহ্ পানির মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করিলেন এবং নীচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করিলেন। তাহাতে উপরের পানি ও নীচের পানি

৮ আলাদা হইয়া গেল। আল্লাহ্ যে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার নাম তিনি দিলেন আকাশ। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর উহাই ছিল দ্বিতীয় দিন।

৯ ইহার পরে আল্লাহ্ বলিলেন, "আকাশের নীচের সমস্ত পানি এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিক।" আর তাহাই

১০ হইল। আল্লাহ্ সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন ভূমি আর সেই জমা-হওয়া পানির নাম দিলেন সমুদ্র। আল্লাহ্ দেখিলেন তাহা চমৎকার হইয়াছে।

১১ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "ভূমির উপর ঘাস গজাইয়া উঠুক; আর এমন সমস্ত শস্য ও শাক-সব্জীর গাছ হোক যাহাদের নিজ নিজ

বীজ থাকিবে। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজাইয়া উঠুক
যেগুলিতে তাহাদের নিজ নিজ ফল ধরিবে; আর সেই সমস্ত ফলের মধ্যে
১২ থাকিবে তাহাদের নিজ নিজ বীজ।" আর তাহাই হইল। ভূমির মধ্যে
ঘাস, নিজের বীজ আছে এমন সমস্ত বিভিন্ন জাতের শস্য ও শাক-
সব্জীর গাছ এবং বিভিন্ন জাতের ফলের গাছ জন্মাইল; আর সেই সমস্ত
ফলের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ বীজ ছিল। আল্লাহ্ দেখিলেন তাহা
১৩ চমৎকার হইয়াছে। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর উহাই
ছিল তৃতীয় দিন।

১৪ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "আসমানের মধ্যে আলো দেয় এমন
সমস্ত কিছু দেখা দিক, আর তাহা রাত্রি হইতে দিনকে আলাদা করুক।
সেইগুলি আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বৎসরের জন্য নিশানা হইয়া
১৫ থাকুক। আসমান হইতে সেইগুলি দুনিয়ার উপর আলো দিক।" আর
১৬ তাহাই হইল। আল্লাহ্ দুইটি বড় আলো তৈরী করিলেন। তাহাদের মধ্যে
বড়টিকে দিনের উপর বাদশাহী করিবার জন্য, আর ছোটটিকে রাত্রির
উপর বাদশাহী করিবার জন্য তৈরী করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি তারাও
১৭ তৈরী করিলেন। তিনি সেইগুলিকে আসমানের মধ্যে স্থাপন করিলেন
১৮ যাহাতে সেইগুলি দুনিয়ার উপর আলো দেয়, দিন ও রাত্রির উপর
বাদশাহী করে আর অন্ধকার হইতে আলোকে আলাদা করিয়া রাখে।
১৯ আল্লাহ্ দেখিলেন তাহা চমৎকার হইয়াছে। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল
সকালও গেল, আর উহাই ছিল চতুর্থ দিন।

২০ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "পানি বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁকে ভরিয়া
উঠুক, আর দুনিয়ার উপরে আকাশের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়িয়া
২১ বেড়াক।" এইভাবে আল্লাহ্ সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং পানির মধ্যে ঝাঁক
বাঁধিয়া ঘুরিয়া-বেড়ানো বিভিন্ন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। ইহা ছাড়া
তিনি বিভিন্ন জাতির পাখীও সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের নিজ
নিজ জাতি অনুসারে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা রহিল। আল্লাহ্ দেখিলেন
২২ তাহা চমৎকার হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি এই কথা বলিয়া রহমত
করিলেন, "বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হইয়া তোমরা নিজেদের সংখ্যা
বাড়াইয়া তুলিও, আর তাহা দিয়া সমুদ্রের পানি পূর্ণ কর। দুনিয়ার
২৩ উপরে পাখীরাও নিজ নিজ সংখ্যা বাড়াইয়া তুলুক।" এইভাবে সন্ধ্যাও

গেল সকালও গেল, আর উহাই ছিল পঞ্চম দিন।

২৪ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "মাটি হইতে এমন সমস্ত প্রাণীর জন্ম হোক যাহাদের নিজ নিজ জাতিকে বাড়াইয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকিবে। তাহাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।" আর
২৫ তাহাই হইল। আল্লাহ্ দুনিয়ার সমস্ত রকমের বন্য, গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ জাতিকে বাড়াইয়া তুলিবার ক্ষমতা রহিল। আল্লাহ্ দেখিলেন তাহা চমৎকার হইয়াছে।

প্রথম মানুষ

২৬ তারপর আল্লাহ্ বলিলেন, "আমরা আমাদের মত করিয়া এবং আমাদের সংগে মিল রাখিয়া এখন মানুষ তৈরী করি। তাহারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সারা দুনিয়ার উপর
২৭ বাদশাহী করুক।" পরে আল্লাহ্ তাঁহার মত করিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিলেন। হাঁ, তিনি তাঁহার মত করিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি
২৮ করিলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করিয়া। আল্লাহ্ তাঁহাদের রহমত করিয়া বলিলেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও; আর নিজেদের সংখ্যা বাড়াইয়া দুনিয়া ভরিয়া তুলিও এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। ইহা ছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরিয়া-বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপর বাদশাহী কর।"

২৯ ইহার পরে আল্লাহ্ বলিলেন, "দেখ, দুনিয়ার উপর প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-সব্জী যাহার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যাহার ফলের মধ্যে তাহার বীজ রহিয়াছে সেইগুলি আমি তোমাদের
৩০ দিলাম। এইগুলিই তোমাদের খাবার হইবে। দুনিয়ার উপরের প্রত্যেকটি পশু, আকাশের প্রত্যেকটি পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রত্যেকটি প্রাণী, এক কথায় সমস্ত প্রাণীর খাবারের জন্য আমি সমস্ত শস্য ও শাক-সব্জী দিলাম।" আর তাহাই হইল।

৩১ আল্লাহ্ তাঁহার নিজের তৈরী সমস্ত কিছু দেখিলেন। সেইগুলি সত্যই খুব চমৎকার হইয়াছিল। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর উহাই হইল ষষ্ঠ দিন।

আল্লাহ্‌র পবিত্র দিন

২ এইভাবে আসমান ও জমীন এবং যাহা তাহাদের মধ্যে আছে সেই
সমস্তই তৈরী করা শেষ হইল।
২ আল্লাহ্ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করিলেন; তিনি
৩ সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করিলেন না। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি
রহমত করিয়া পবিত্র করিলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ
করেন নাই।

আদন বাগানে প্রথম মানুষ

৪,৫ সৃষ্টির পরে আসমান ও জমীনের কথা: মাবুদ আল্লাহ্ যখন
আসমান ও জমীন তৈরী করিয়াছিলেন তখন দুনিয়ার বুকে শস্য জাতীয়
কোন গাছ-গাছড়া ছিল না এবং ফসলও জন্মাইতে শুরু করে নাই,
কারণ তখনও মাবুদ আল্লাহ্ দুনিয়ার উপর বৃষ্টি পড়িবার ব্যবস্থা করেন
নাই। তাহা ছাড়া জমিতে চাষের কাজ করিবার জন্য কোন মানুষও ছিল
৬ না। তবে মাটির নীচ হইতে পানি উঠিত এবং তাহাতেই মাটি ভিজিত।
৭ পরে মাবুদ আল্লাহ্ মাটি দিয়া একটি পুরুষ-মানুষ তৈরী করিলেন এবং
তাহার নাকে ফুঁ দিয়া তাহার ভিতরে জীবন-বায়ু ঢুকাইয়া দিলেন।
তাহাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হইল।
৮ ইহার আগে মাবুদ আল্লাহ্ পূর্বদিকে আদন দেশে একটি বাগান
করিয়াছিলেন, আর সেখানেই তিনি তাঁহার গড়া মানুষটিকে রাখিলেন।
৯ সেই জায়গার মাটিতে তিনি এমন সমস্ত গাছ জন্মাইয়াছিলেন যাহা
দেখিতেও সুন্দর এবং যাহার ফল খাইতেও ভাল। তাহা ছাড়া বাগানের
মাঝখানে তিনি "জীবন-গাছ" ও "নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ"[১] নামে দুইটি
গাছও জন্মাইয়া-ছিলেন।
১০ সেই বাগানে পানির যোগান দিত এমন একটি নদী যাহা আদন
দেশের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছিল এবং চারটি শাখা নদীতে ভাগ হইয়া
১১ গিয়াছিল। প্রথম নদীটির নাম পীশোন। ইহা হবীলা দেশের চারপাশ
১২ দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সেখানে সোনা পাওয়া যায়, আর সেই দেশের

---

[১] অর্থাৎ গন্দমের গাছ।

সোনা খুব ভাল। ইহা ছাড়া সেখানে গুগ্‌গুলু ও বৈদূর্যমণিও পাওয়া
১৩ যায়। দ্বিতীয় নদীটির নাম জিহোন। এই নদী কূশ দেশের চারপাশ দিয়া
১৪ বহিয়া গিয়াছে। তৃতীয় নদীটির নাম হিদ্দেকল। ইহা অশূর দেশের পূর্বদিক দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চতুর্থ নদীটির নাম হইল ফোরাত।

১৫ মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই মানুষটিকে লইয়া আদন বাগানে রাখিলেন, যাহাতে তিনি তাহাতে চাষ করিতে পারেন ও তাহার হেফাজত করিতে
১৬ পারেন। পরে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁহাকে হুকুম দিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার
১৭ খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খাইতে পার, কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রহিয়াছে তাহার ফল তুমি খাইবে না, কারণ যেদিন তুমি তাহার ফল খাইবে সেইদিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হইবে।"

প্রথম স্ত্রীলোক

১৮ পরে মাবুদ আল্লাহ্‌ বলিলেন, "মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল
১৯ নয়। আমি তাহার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী তৈরী করিব।" মাবুদ আল্লাহ্‌ মাটি হইতে ভূমির যে সমস্ত জীবজন্তু ও আকাশের পাখী তৈরী করিয়াছিলেন সেইগুলি সেই মানুষটির নিকটে আনিলেন। মাবুদ দেখিতে চাহিলেন তিনি সেইগুলিকে কি বলিয়া ডাকেন। তিনি সেই সমস্ত প্রাণীর
২০ যাহাকে যে নামে ডাকিলেন সেই প্রাণীর সেই নামই হইল। তিনি প্রত্যেকটি গৃহপালিত ও বন্য পশু এবং আকাশের পাখীর নাম দিলেন, কিন্তু সেইগুলির মধ্যে সেই পুরুষ-মানুষটির, অর্থাৎ আদমের কোন উপযুক্ত সংগী দেখা গেল না।

২১ সেইজন্য মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমের উপর একটা গভীর ঘুম লইয়া আসিলেন, আর তাহাতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তাঁহার
২২ একটি পাঁজর তুলিয়া লইয়া সেই জায়গাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। আদম হইতে তুলিয়া-নেওয়া সেই পাঁজরটি দিয়া মাবুদ আল্লাহ্‌ একজন স্ত্রীলোক
২৩ তৈরী করিয়া তাঁহাকে আদমের নিকটে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আদম বলিলেন—

"এইবার হইয়াছে।
ইঁহার হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস হইতেই তৈরী।
পুরুষ-লোকের শরীরের মধ্য হইতে

তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া
ইঁহাকে স্ত্রীলোক বলা হইবে।"

২৪ এইজন্যই মানুষ পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া তাহার স্ত্রীর সংগে এক হইয়া
২৫ থাকিবে আর তাহারা দুইজন এক দেহ হইবে। তখন আদম এবং তাঁহার স্ত্রী উলংগ থাকিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

মানুষের অবাধ্যতা

৩ মাবুদ আল্লাহ্‌র তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "আল্লাহ্‌ কি সত্যই তোমাদের বলিয়াছেন যে, বাগানের সমস্ত গাছের ফল তোমরা খাইতে পারিবে না?"

২ জবাবে স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বাগানের গাছের ফল আমরা খাইতে
৩ পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রহিয়াছে তাহার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, 'তোমরা তাহার ফল খাইবেও না, ছুঁইবেও না। তাহা করিলে তোমাদের মৃত্যু হইবে।'"

৪ তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "কখনও না, কিছুতেই তোমরা
৫ মরিবে না। আল্লাহ্‌ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাইবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলিয়া যাইবে। তাহাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পাইয়া তোমরা আল্লাহ্‌র মতই হইয়া উঠিবে।"

৬ স্ত্রীলোকটি যখন বুঝিলেন যে, গন্দম গাছটির ফলগুলি খাইতে ভাল হইবে এবং সেইগুলি দেখিতেও সুন্দর আর তাহা ছাড়া জ্ঞানলাভের জন্য কামনা করিবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটি ফল পাড়িয়া খাইলেন। সেই ফল তিনি তাঁহার স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁহার স্বামীও
৭ তাহা খাইলেন। ইহাতে তখনই তাঁহাদের দুইজনের চোখ খুলিয়া গেল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উলংগ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁহারা কতগুলি ডুমুরের পাতা একসংগে জড়াইয়া নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করিয়া লইলেন।

৮ যখন সন্ধ্যার বাতাস বহিতে শুরু করিল তখন তাঁহারা মাবুদ আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াইতেছিলেন। তখন আদম ও তাঁহার স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে

নিজেদের লুকাইলেন, যাহাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাঁহাদের পড়িতে
৯ না হয়। মাবুদ আল্লাহ্‌ আদমকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কোথায়?"
১০ তিনি বলিলেন, "বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনিয়াছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকাইয়া আছি।"
১১ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ বলিলেন, "তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলিল? যে গাছের ফল খাইতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তাহা কি তুমি খাইয়াছ?"
১২ আদম বলিলেন, "যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়াছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়াছে আর আমি তাহা খাইয়াছি।"
১৩ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, "তুমি ইহা কি করিয়াছ?"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করিয়া ভুলাইয়াছে আর সেইজন্য আমি তাহা খাইয়াছি।"

অবাধ্যতার শাস্তি

১৪ তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই সাপকে বলিলেন—

"তোমার এই কাজের জন্য
ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীর মধ্যে
তোমাকে সবচেয়ে বেশী বদদোয়া দেওয়া হইল।

তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করিয়া চলিবে
এবং ধূলি খাইবে।

১৫ আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ
ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়া আসা বংশের মধ্যে
শত্রুতা সৃষ্টি করিব।

সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষিয়া দিবে
আর তুমি তাহার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারিবে।"

১৬ তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—

"আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায়
তোমার কষ্ট অনেক বাড়াইয়া দিব।
তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সন্তান প্রসব করিবে।
স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হইবে,
আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।"

১৭ তারপর তিনি আদমকে বলিলেন, "যে গাছের ফল খাইতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহা খাইয়াছ।
তাই তোমার দরুন মাটিকে বদদোয়া দেওয়া হইল।
সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করিয়া
তবে তুমি মাটির ফসল খাইবে।
১৮ তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাইবে,
কিন্তু তোমার খাবার হইবে ক্ষেতের ফসল।
১৯ যে মাটি হইতে তোমাকে তৈরী করা হইয়াছিল
সেই মাটিতে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তোমাকে খাইতে হইবে।
তোমার এই ধূলির শরীর ধূলিতেই ফিরিয়া যাইবে।"

২০ আদম তাঁহার স্ত্রীর নাম দিলেন হাওয়া (যাহার মানে "জীবন"),
২১ কারণ তিনি সমস্ত জীবিত লোকের মা হইবেন। আদম ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্ পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করিয়া তাঁহাদের পরাইয়া দিলেন।

২২ তারপর মাবুদ আল্লাহ্ বলিলেন, "দেখ, নেকী-বদীর জ্ঞান পাইয়া মানুষ আমাদের একজনের মত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার তাহারা যেন জীবন-গাছের ফল পাড়িয়া খাইয়া চিরকাল বাঁচিয়া না থাকে সেইজন্য আমাদের কিছু করা দরকার।"

২৩ ইহা বলিয়া মাবুদ আল্লাহ্ মাটির তৈরী মানুষকে মাটি চাষ করিবার
২৪ জন্য আদন বাগান হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি তাঁহাদের ধাওয়াইয়া দিলেন। তারপর তিনি জীবন-গাছের নিকটে যাইবার পথ পাহারা দিবার জন্য আদন বাগানের পূর্বদিকে করূবদের রাখিলেন,

আর সেই সংগে সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখিলেন যাহা অনবরত ঘুরিতে থাকিল।

প্রকাশক:
বি, বি, এস
৩৯০, নিউ ইস্কাটন রোড
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

WASAI CLV Tourat (Pentateuch)
Printed at: Anjuman Printing Press
1998- 1M
ISBN 9841702312